জাতিসংঘ সংবাদ
DATELINE UN

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা
আমাদের বিশ্বকে পরিবর্তনে ১৭টি লক্ষ্যমাত্রা

A Bi-Monthly News Bulletin from UN Bangladesh

নভেম্বর-ডিসেম্বর ২০১৮ | November-December 2018

৩১তম বর্ষ, ১১তম ও ১২তম সংখ্যা | Volume-XXXI, No. XI & XII

এসডিজি কী অর্থবহন করছে

নিউইয়র্কভিত্তিক কবু দলের পরিবেশনা, যাদের নীতিবাক্য হলো 'ড্রাম বাজানোর মতো নাচো, নাচার মতো ড্রাম বাজাও'। জাতিসংঘ আন্ডার-সেক্রেটারি জেনারেল অ্যালিসন স্মেল (বাঁয়ে) পরিবেশনায় অংশ নেন। ছবি : জাতিসংঘ/ম্যানুয়েল এলিয়াস

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) আমরা যে বিশ্বকে চাই তার সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দান করে। সব জাতির জন্যই এগুলো প্রযোজ্য এবং এর খুব সাধারণ অর্থ হলো কেউই পেছনে পড়ে থাকবে না, তা নিশ্চিত করা।

এক সময়, এই স্বপ্ন অনুধাবনের দায়িত্ব প্রায় পুরোটাই জাতীয় সরকারের ওপর ছিল। কিন্তু বিশ্বে শত কোটি মানুষ তাদের ইচ্ছেমতো যেকোনো সময় যোগাযোগ করতে পারে, অনেক ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর দাবি-দাওয়া ও ভবিষ্যত গড়ার ক্ষেত্রে নিজস্ব বক্তব্য রাখতে পারে, তেমন কয়েকটি ব্যক্তি ও গোষ্ঠী হলো ছোট-বড় ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান, নাগরিক সমাজ, শিক্ষাবিদ ও গবেষক।

সবার কণ্ঠস্বর এক করে অসংখ্য নতুন বিতর্কের কাছে পৌঁছে দেওয়ার ক্ষমতা জাতিসংঘের রয়েছে। সর্বোপরি ২০৩০ সালে আমরা যে বিশ্বকে দেখতে চাই, তার নকশা প্রণয়ন করে জাতিসংঘ সর্বত্র সবাইকে ভবিষ্যত নির্ধারণের এবং বিশ্বের যেকোনো জায়গায় যেকোনো স্তরে কী করা হচ্ছে, সে ব্যাপারে সরকারকে প্রশ্ন করার অধিকার দিয়েছে।

২০৩০ সালের এজেন্ডা হলো ১৭টি টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা, বিশ্বের যে মানচিত্র আমরা দেখতে চাই।

সবারই, বিশেষ করে আজকের তরুণ, যারা কাল নেতৃত্ব দেবে, পৃথিবীর চিত্র নির্ধারণের ক্ষেত্রে তাদের সুযোগ রয়েছে। এবং যারা এখনো সন্দিহান কিংবা নিজের সক্ষমতা সম্পর্কে কোনো ধারণাই রাখে না, তাদের সঙ্গেও যোগাযোগ করতে হবে।

এর অর্থ, যেখানেই তরুণেরা রয়েছে– ভার্চুয়াল রিয়েলিটি, ডিজিটাল মাধ্যমে, তাদের হাতেই পরিবর্তনের বোতামটি রয়েছে। দৃশ্যমান জগৎটাই

তাদের বিশ্ব। তাদের কাছে দীর্ঘ ও জটিল বার্তাগুলো ক্রমান্বয়ে পৌঁছে দিতে হবে।

এবং কাউকে পেছনে পড়ে থাকতে না দেওয়ার যে প্রত্যয়, সে ক্ষেত্রে সবার কাছে এসডিজি ও এসডিজির অন্তর্ভূক্তিমূলক বার্তা পৌঁছানো নিশ্চিত করার দায়িত্ব জাতিসংঘ, এর অংশীদার ও সহযোগীদের। এর অর্থ জাতিসংঘকে 'পুরোনো' যোগাযোগ ব্যবস্থাগুলো যতক্ষণ প্রাসঙ্গিক, ততক্ষণ ধরে রাখতে হবে। এ ক্ষেত্রে পুরোপুরি বাণিজ্যিক উদ্যোগের মতো কাজ করলে চলবে না। উদাহরণস্বরূপ, পাকিস্তানের মোট জনগোষ্ঠীর ৬৪ শতাংশ, যাদের বেশির ভাগই পার্বত্য এলাকায় বাস করে এবং ইন্টারনেট সংযোগ পৌঁছায়নি, তাদের কাছে পৌঁছাতে রেডিও এখনো একমাত্র মাধ্যম।

সমান্তরালভাবে তরুণের চাহিদা পূরণে এসডিজি বা বৈশ্বিক লক্ষ্যমাত্রা নিশ্চিত করা জাতিসংঘের প্রাথমিক পদক্ষেপ হবে, যেগুলো একাধারে আবেগপূর্ণ ও অস্তিত্বশীল। এ কাজ করতে জাতিসংঘের অনেকগুলো বিকল্প রয়েছে। জাতিসংঘের কর্মীদের জন্য রয়েছে 'পরিবর্তিত হও' উদ্যোগ, যা নগরাঞ্চলে বাগান করা কিংবা সব ধরনের প্লাস্টিকের ব্যবহার বন্ধ করার মতো খুব সাধারণ লক্ষ্য অর্জনে মানুষকে সংশ্লিষ্ট করছে। অ্যাকশন অ্যাপে এসডিজি, বিশ্বকে রক্ষায় অলসদের জন্য নির্দেশিকা (দ্য লেজি পারসন'স গাইড টু সেভিং দ্য ওয়ার্ল্ড), এসডিজি বুক ক্লাব ও 'সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোলস : ইম্প্রুভ লাইফ অল অ্যারাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড' শীর্ষক এসডিজির ভিডিও ব্যবহাররের জন্য লেসন প্ল্যান তরুণদের কথা মাথায় রেখেই প্রণয়ন করা হয়েছে। জাতিসংঘের বড় কর্মসূচিগুলোর পাশাপাশি এসডিজি মিডিয়া জোনও তরুণ শ্রোতা-দর্শকদের কথা মাথায় রেখে গড়ে তোলা হয়েছে, যেখানে ছোট ছোট আলোচনা পর্বে বক্তাদের সংশ্লিষ্ট করা হয়।

বিশ্বের শ্রোতা-দর্শকদের বড় অংশ পর্যন্ত পৌঁছাতে আরও যে উদ্যোগগুলো রয়েছে :

- জাতিসংঘের দাপ্তরিক ছয় ভাষায় এবং অনেক স্থানীয় ভাষায় এসডিজির প্রচারণা এবং বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে থাকা জাতিসংঘের ৫৯টি তথ্য কেন্দ্রের মাধ্যমে অনুবাদ কার্যক্রম।
- এসডিজি ওয়েবসাইট, যা জাতিসংঘের দাপ্তরিক ছয় ভাষায়ই রয়েছে। এটি ইউএন ডট ওআরজি-তে সবচেয়ে বেশি পঠিত ওয়েবসাইট; এবং
- টুইটার ও ফেসবুকে জাতিসংঘ বৈশ্বিক লক্ষ্যমাত্রার অ্যাকাউন্ট।

এই প্রচারণার গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় হলো সব ধরনের মাধ্যমের সঙ্গে কাজ করা। সাংবাদিক হিসেবে প্রায় ৪০ বছর কাজ করার অভিজ্ঞতা থেকে আমি জানি, জাতিসংঘ প্রায়ই যে অদ্যাক্ষর বা বর্ণমালার ওপর জোর দেয়, তা বেশির ভাগ সংবাদমাধ্যমের কাছে গুরুত্ব পায় না।

বিশেষ করে, জাতিসংঘের নথিগুলো যখন অনুবাদ করা হয়, তখন সেগুলোর ভাষা সেকেলে আর অবাস্তব লাগে। মনে রাখতে হবে, এ কারণেই এগুলো অনেক সময় আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমের গুরুত্ব পায় না। আলোচনার সময় বক্তার শব্দ পছন্দের ওপরও শ্রোতার মনোযোগ নির্ভর করে। কাজেই আসুন, আমরা যখনই এসডিজি নিয়ে কথা বলব, তখন আমরা ব্যাখ্যা করব যে আমরা যে বিশ্ব চাই সেখানে আমাদের টিকে থাকতে এই লক্ষ্য অর্জন জরুরি। এটা তখনই সম্ভব, যখন প্রতিটা লক্ষ্য আলাদাভাবে অনুধাবন করা হবে। তবে কোন লক্ষ্যমাত্রা কেন অর্জন জরুরি, তাও অনুধাবন করতে হবে। যেমন, লক্ষ্যমাত্রা-৫ লিঙ্গসমতা নিশ্চিত করতে, অথবা লক্ষ্যমাত্রা-১৬ শান্তি ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে, লক্ষ্যমাত্রা-৬ সুপেয় পানি, অথবা লক্ষ্যমাত্রা-৮ মর্যাদাপূর্ণ কাজ নিশ্চিত করতে। কাজেই সংখ্যা ও যে জনগোষ্ঠীর মধ্যে আমরা কাজ করছি, সেই গণ্ডি ছাড়িয়ে আমরা কাদের পর্যন্ত পৌঁছাতে চাই, তাও নিশ্চিত হতে হবে।

আধুনিক বিশ্ব আমাদের এসব লক্ষ্য অর্জনে অপার সুযোগ দিচ্ছে। আমরা আমাদের বার্তাগুলোকে আরও জোরদার করতে পারি যা আগে কখনো সম্ভব হয়নি এবং কত মানুষ আমাদের কর্মকাণ্ড দেখছে তা মিলিসেকেন্ডের মধ্যে গণনা করতে পারি, কতজন আমাদের কর্মকাণ্ডে যুক্ত হচ্ছে, কত মানুষ আমাদের কর্মকাণ্ডে যুক্ত হতে চাচ্ছে তাও জানতে পারি। সাধারণত বার্তা উপস্থাপনের ওপর নির্ভর করে এমনটা ঘটে। এবং জাতিসংঘের নিশ্চিতভাবেই বহুলাংশে এই সুযোগ রয়েছে। আমি সানন্দের সঙ্গে উল্লেখ করতে চাই যে পৃথিবীতে এমন কোনো বিষয় নেই, যার ওপর জাতিসংঘ গবেষণা করেনি ও প্রতিবেদন তৈরি করেনি। এসব জ্ঞান একত্রে সম্ভবত সবচেয়ে বড় ডেটা তৈরি করেছে। এই তথ্যের তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে, আমরা জ্ঞানের প্রসার ঘটাতে এবং ২০৩০ সাল নাগাদ আমাদের কাঙ্ক্ষিত সেরা বিশ্ব গড়তে আমরা প্রস্তুত।

সংবাদমাধ্যমের ভূমিকা এ ক্ষেত্রে জরুরি। এ কারণেই বিশ্বের সব শীর্ষস্থানীয় সংবাদমাধ্যমগুলোর সহায়তা নিয়ে আমরা ২০৩০ সালের এজেন্ডা বাস্তবায়ন করতে চাই। এ ক্ষেত্রে মূল বিষয়টা থাকবে এসডিজির ওপর সম্পাদকীয়র পরিমাণ বাড়ানো। অংশগ্রহণকারী সংবাদমাধ্যমগুলো জাতিসংঘ ব্যবস্থা ও জাতিসংঘ নিউজমেকার থেকে তথ্য সংগ্রহের সুযোগ পাবে। পাবলিক ইনফরমেশন বিভাগ পরিচালিত ক্রিয়েটিভ কমিউনিটি আউটরিচ ইনিশিয়েটিভ কর্মসূচি থেকে পরামর্শ ও বিশেষজ্ঞ মতামত নিতে পারবে বিনোদন সংবাদমাধ্যমগুলো। অংশগ্রহণকারী সংবাদমাধ্যমগুলোকে প্রকাশ্যে স্বীকৃতি দেওয়া হবে, এসডিজির মিডিয়া কমপ্যাক্টে যুক্ত হতে অতিরিক্ত প্রণোদনা পাবে। আমরা প্রত্যাশা করছি জাতিসংঘের পরবর্তী শীর্ষপর্যায়ের বৈঠক সাধারণ পরিষদের অধিবেশনের (জিএ-৭৩) সময় এই কর্মসূচি শুরু হবে।

প্রবন্ধকার

অ্যালিসন স্মেল

আন্ডার-সেক্রেটারি-জেনারেল ফর গ্লোবাল কমিউনিকেশন্স, ডিপার্টমেন্ট অব গ্লোবাল কমিউনিকেশন্স, জাতিসংঘ।

জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে জাতিসংঘের ফ্রেমওয়ার্ক সম্মেলন (কপ-২৪)

কাতোভিচ জলবায়ু সম্মেলনে জাতিসংঘ মহাসচিব এন্তোনিও গুতেরেস বক্তব্য প্রদান করছেন

১৯৯২ সালে জলবায়ু পরিবর্তনের ওপর জাতিসংঘের অবকাঠামো চুক্তি গৃহীত হওয়ার পর সবগুলো পক্ষ এই চুক্তি বাস্তবায়নে বছরে অন্তত একবার সাক্ষাৎ করে থাকে। ২ ডিসেম্বর থেকে ১৪ ডিসেম্বর এ বছর জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে জাতিসংঘের ২৪তম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় পোল্যান্ডের কাতোভিচে। কাতোভিচের সম্মেলনে ২০১৫ সালে স্বাক্ষরিত প্যারিস চুক্তির তিন বছর পূর্তি উদযাপন করা হয়।

কপ-২৪-এ প্যারিস এগ্রিমেন্ট ওয়ার্ক প্রোগ্রাম চূড়ান্ত করার মাধ্যমে প্যারিস চুক্তির পুরো সম্ভাবনার বিকাশ অবশ্যই ঘটাতে হবে। এটি জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় নেওয়া পদক্ষেপের স্বচ্ছতা নিশ্চিতে এবং অগ্রগতি নির্ণয়ে চুক্তির বাস্তবিক প্রয়োগের নির্দেশিকা প্রণয়ন করে। বিনিময়ে এটি আস্থা তৈরি করে এবং বার্তা পৌঁছে দেয় যে, সরকার জলবায়ু পরিবর্তন চিহ্নিত করাকে গুরুত্ব দিচ্ছে। উন্নয়নশীল দেশগুলোয় জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলার পদক্ষেপে বৃহত্তর সহায়তা নিশ্চিত করতে জলবায়ু অর্থায়নের বিষয়টির পথও কপ-২৪-এ পরিষ্কার হওয়া প্রয়োজন।

কাতোভিচ জলবায়ু সম্মেলন ২-১৪ ডিসেম্বর, ২০১৮

পোল্যান্ডে জলবায়ু সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী দেশগুলো জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলার প্রচেষ্টা ও সামনের বছরগুলোয় পদক্ষেপের ব্যাপারে দৃঢ় অবস্থান ব্যক্ত করেছে। উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক, প্যানেল আলোচনা ও গোলটেবিল বৈঠকের মাধ্যমে কপ-২৪-এর মাধ্যমে তিনটি মূল বিষয় চিহ্নিত করা হয় : প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে দেশগুলোর নিয়ম ও প্রক্রিয়া, জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় তহবিল এবং 'উচ্চাশা'- ২০২০ সালে হালনাগাদের পর প্যারিস চুক্তি অনুযায়ী নিঃসরণ কমানোর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে দেশগুলো যা করার ইচ্ছাপোষণ করেছে।

দীর্ঘ ও কঠিন আলোচনার মাধ্যমে 'কাতোভিচ ক্লাইমেট প্যাকেজ'-এর ব্যাপারে ঐকমত্যে পৌঁছানো গেছে এবং শেষে ২০১৫ সালের প্যারিস জলবায়ু চুক্তি বাস্তবায়নে নির্দেশিকার ব্যাপারে একমত হতে পেরেছে দেশগুলো।

কাতোভিচে অংশগ্রহণকারী দেশগুলো 'জলবায়ু পরিবর্তনের সম্ভাব্য সর্বোচ্চ প্রশমনে এবং পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে সব পক্ষের প্রচেষ্টা নিশ্চিতে ঐকান্তিক জোরালো লক্ষ্যের' ওপর জোর দেয়।

প্যারিস চুক্তি কার্যকরে কাতোভিচ বড় একটি পদক্ষেপ। ২০১৫ সালের ডিসেম্বরে স্বাক্ষরিত এই চুক্তির, যাতে বর্তমানে ১৮৪টি দেশ রয়েছে, লক্ষ্য হলো বৈশ্বিক উষ্ণায়ন চলতি শতকে ২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে, অথবা তার নিচে ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসে ধরে রাখা।

জাতিসংঘ মহাসচিব এন্তোনিও গুতেরেস বলেন, 'কাতোভিচ আরও একবার প্যারিস চুক্তির উপযোগিতা দেখিয়ে দিয়েছে– জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় আমাদের দৃঢ় রোডম্যাপ। প্যারিস এগ্রিমেন্ট ওয়ার্ক প্রোগ্রামের অনুমোদন একটি রুপান্তরমূলক প্রক্রিয়ার ভিত্তি, যাতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের জোরালো লক্ষ্যের প্রয়োজন। জলবায়ু পরিবর্তনকে পরাজিত করতে আমাদের যে

জোরালো লক্ষ্য ও প্রচেষ্টা প্রয়োজন, তা বিজ্ঞান পরিষ্কারভাবে দেখিয়ে দিয়েছে।'

কাতোভিচ প্যাকেজের মধ্যে নির্দেশিকা রয়েছে, যা কাঠামোর স্বচ্ছতার কার্যকারিতা নিশ্চিত করে। বিভিন্ন দেশের জাতীয়ভাবে নির্ধারিত অবদানের (ন্যাশনালি ডেটারমাইনড কন্ট্রিবিউশন) তথ্য কীভাবে সরবরাহ করা হবে তা নির্ধারণ করে দিয়েছে। জাতীয়ভাবে নির্ধারিত অবদান হলো প্রতিটা দেশের প্রণয়ন করা পরিকল্পনা, যাতে দেশগুলোর জলবায়ু পদক্ষেপের বিস্তারিত রয়েছে। এই তথ্যের মধ্যে প্রশমন ও অভিযোজন পদক্ষেপসহ উন্নয়নশীল দেশগুলোর জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলার অর্থায়নের তথ্যও রয়েছে। যেমন :

- উন্নয়নশীল দেশগুলোকে সহায়তার জন্য ২০২০ সাল থেকে বর্তমান লক্ষ্যমাত্রা বছরে ১০ হাজার কোটি মার্কিন ডলার তহবিল সরবরাহ শুরু করা এবং ২০২৫ সাল থেকে নতুন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণের প্রক্রিয়া শুরু করা।
- ২০২৩ সালে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলার কার্যকারিতার বৈশ্বিক মূল্যায়ন করা।
- প্রযুক্তির উন্নয়ন ও আদান প্রদানের অগ্রগতি মূল্যায়নের প্রক্রিয়া।

২০১৯ সালে জলবায়ু সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে

২০১৯ সালের সেপ্টেম্বরে জাতিসংঘ মহাসচিব এন্তোনিও গুতেরেস বহুপাক্ষিক প্রক্রিয়াকে সহায়তা; জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলার পদক্ষেপ বৃদ্ধি ও তরাণ্বিত করা; এবং জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলার পদক্ষেপ ও লক্ষ্য জোরদার করতে উচ্চ পর্যায়ে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রচেষ্টার লক্ষ্য নিয়ে বিশ্বনেতা, বেসরকারিখাত ও নাগরিক সমাজকে নিয়ে জলবায়ু সম্মেলনের আয়োজন করবেন। প্যারিস চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী দেশগুলো যদি সব প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নও করে, তারপরও বিশ্বে চলতি শতকে ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশি বৈশ্বিক উষ্ণায়ন ঘটবে। জাতীয় জলবায়ু পরিকল্পনায় নিজেদের প্রতিশ্রুতি অন্তর্ভূক্ত করার সময়সীমা ২০২০ সালের আগেই এই সম্মেলনে নিঃসরণ কমাতে এবং জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ক্ষতিপূরণে বাস্তবিক উদ্যোগের ওপর আলোকপাত করবে। এই সম্মেলন ছয়টি ক্ষেত্রের ওপর আলোকপাত করবে: জ্বালানি পরিবর্তন, জলবায়ু তহবিল ও কার্বন মূল্য নির্ধারণ, শিল্পে পরিবর্তন, প্রকৃতিভিত্তিক সমাধান, নগর ও স্থানীয় পদক্ষেপ এবং ক্ষতিপূরণ।

এসডিজি লেকচার সিরিজ অনুষ্ঠিত

গত ৭ নভেম্বর ঢাকাস্থ জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মডেল ইউএন এসোসিয়েশন যৌথভাবে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার ওপর লেকচার সিরিজের আয়োজন করে তথ্য কেন্দ্রের সম্মেলন কক্ষে। এই লেকচার সিরিজের প্রথম পর্বের প্রতিপাদ্য ছিল, 'উন্নত বৈজ্ঞানিক গবেষণার মাধ্যমে টেকসই পর্যটন, অবকাঠামো এবং সুবিধা প্রদান'। প্রতিপাদ্যটির ওপর প্রধান আলোচক হিসেবে বাংলাদেশে জাতিসংঘ শিল্প উন্নয়ন সংস্থার কান্ট্রি রিপ্রেজেন্টেটিভ জাকী-উজ-জামান বক্তব্য প্রদান করেন এবং ঢাকাস্থ জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রের ন্যাশনাল ইনফরমেশন অফিসার অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন। প্রধান আলোচক উন্নয়নের প্রতিটি ক্ষেত্রে মৌলিক গবেষণার ওপর জোর দেন যাতে জীবনযাত্রার মান টেকসই, স্থিতিশীল এবং উন্নত হয়। তিনি আরও বলেন পৃথিবীর বহুসংখ্যক মানুষ বিশুদ্ধ পানি, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট ও অন্যান্য সুবিধা থেকে বঞ্চিত যাদেরকে এসব সুবিধার আওতায় আনা হলে সামগ্রিকভাবে জীবনযাত্রার মান টেকসই হবে। এতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করেন এবং প্রশ্নোত্তর পর্বে অংশ নেন। অংশগ্রহণকারীদের মাঝে ঢাকাস্থ জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র কর্তৃক জাতিসংঘ-বিষয়ক পুস্তিকা বিতরণ করা হয়।

এসডিজি লেকচার সেশনে জাতিসংঘ শিল্প উন্নয়ন সংস্থার কান্ট্রি রিপ্রেজেন্টেটিভ জাকী-উজ-জামান বক্তব্য রাখছেন।

এসডিজি লেকচার সেশনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আগত অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীবৃন্দ।

মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্রের ৭০তম বার্ষিকী এবং মানবাধিকার দিবস উদযাপন : স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র উৎসব, আলোচনা ও নাটক

মানবাধিকার দিবস ও মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্রের ৭০তম বার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে জাতিসংঘ মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশনার (ওএইচসিএইচআর) ও জার্মান সরকারের সহযোগিতায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ফিল্ম সোসাইটি এবং বাংলাদেশস্থ জাতিসংঘের অফিস শিশু একাডেমি মিলনায়তনে গত ৮ ও ৯ ডিসেম্বর দু'দিনব্যাপী 'মানবাধিকার বিষয়ক স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র উৎসব ২০১৮'-এর আয়োজন করে। এই উৎসবের মূল প্রতিপাদ্য ছিল 'বৈশ্বিক মানবাধিকার ঘোষণায় বাংলাদেশ ও দক্ষিণ এশিয়াকে অনুসন্ধান, ৭০ বছর পর'।

গত ৯ ডিসেম্বর উৎসবের সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশে নিযুক্ত জার্মানির রাষ্ট্রদূত পিটার ফাহরেন হোলৎজ, বাংলাদেশে জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়কারী মিয়া সেপ্পো, চলচ্চিত্র নির্মাতা মোস্তফা সরোয়ার ফারুকি, বাংলাদেশ মানবাধিকার ফোরামের প্রতিনিধি সঞ্জীব দ্রং, চলচ্চিত্র নির্মাতা অং রাখাইন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ফিল্ম সোসাইটি-র আজীবন সদস্য রাশেদুল হাফিজ। তাঁরা 'চলচ্চিত্র ও অন্যান্য মাধ্যম দিয়ে মানবাধিকার রক্ষা ও এর পক্ষে প্রচারণা- মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্রের ৭০তম বার্ষিকী উদযাপন' শীর্ষক একটি প্যানেল আলোচনায় অংশ নেন। প্রথম আলোর সহযোগী সম্পাদক আব্দুল কাইয়ুম আলোচনা অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন।

৮ ডিসেম্বর জাতিসংঘ আবাসিক সমন্বয়কারীর অফিসের মানবাধিকার বিষয়ক সিনিয়র এডভাইজার হেইকে আলেফসেন স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র উৎসবের উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে চলচ্চিত্র পরিচালক আবু শাহেদ ইমন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ফিল্ম সোসাইটির সভাপতি বক্তব্য প্রদান করেন। মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্রের ৭০তম বার্ষিকী উদ্‌যাপনে যে স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র উৎসবের আয়োজন করা হয়, তাতে ৮২টি দেশ থেকে মানবাধিকারের ওপর নির্মিত ৭৩৫টি স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র জমা পড়ে। স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র প্রদর্শনের পাশাপাশি 'গাহি সাম্যের গান' শিরোনামের মানবাধিকার-বিষয়ক একটি নাটকও প্রদর্শিত হয়। জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রের আয়োজনে এ নাটকে অভিনয় করে 'অল স্টার ডেফোডিলস্'-এর সদস্যবৃন্দ।

'মানবাধিকার বিষয়ক স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র উৎসব-২০১৮'-এর সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে বাংলাদেশে জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়কারী মিয়া সেপ্পো বক্তব্য প্রদান করছেন।

লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতার বিরুদ্ধে ১৬ দিনব্যাপী জাতিসংঘের কার্যক্রম

গত ২৭ নভেম্বর ২০১৮, আইডিবি ভবনস্থ জাতিসংঘ কার্যালয়ে 'লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতার বিরুদ্ধে ১৬ দিনব্যাপী কার্যক্রম-২০১৮' শীর্ষক এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে জাতিসংঘ আবাসিক সমন্বয়কারীর নেতৃত্বে জাতিসংঘের কর্মীদের শপথ গ্রহণ, বেলুন ওড়ানো, বিজয়ীদের অভিজ্ঞতা বিনিময়, পথনাটক 'হেয়ারমিটু'সহ নানা আয়োজন ছিল। বাংলাদেশে জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়কারী মিয়া সেপ্পো জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থার প্রধান ও কর্মীদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। ইউএন জেন্ডার থিমেটিক গ্রুপ (জিইটিজি) ও ইউএন কমিউনিকেশন গ্রুপ (ইউএনসিজি) অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতার বিরুদ্ধে ১৬ দিনব্যাপী কার্যক্রম ২০১৮ শীর্ষক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী বাংলাদেশে জাতিসংঘের কর্মীবৃন্দ।

আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবী দিবস অনুষ্ঠিত

আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবী দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশে জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়কারী মিয়া সেপ্পো বক্তব্য প্রদান করছেন

গত ৫ ডিসেম্বর ২০১৮ আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবী দিবস উপলক্ষে ইউএনভি বাংলাদেশ, ঢাকাস্থ জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র এবং ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি যৌথভাবে ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসে সেমিনার এবং ক্রীড়া অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। সেমিনারে বক্তব্য প্রদান করেন বাংলাদেশে জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়কারী মিয়া সেপ্পো, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের অতিরিক্ত সচিব ও উইং প্রধান (জাতিসংঘ) সুলতানা আফরোজ, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব আনিস মাহমুদ, ইউএনভি বাংলাদেশের ন্যাশনাল প্রোগ্রাম অ্যানালিস্ট মো. আক্তার উদ্দিন, ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির উপাচার্য অধ্যাপক ড. চৌধুরী মফিজুর রহমান, ঢাকাস্থ জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রের ন্যাশনাল ইনফরমেশন অফিসার ড. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দলের সাবেক ফুটবলার শেখ মোহাম্মদ আসলাম, অভিনয় শিল্পী বন্যা মির্জা ও এভারেস্ট বিজয়ী পর্বতারোহী এম এ মুহিত। দিবসটির প্রতিপাদ্য 'স্বেচ্ছাসেবীরা স্থিতিশীল সমাজ গঠন করে'-এর ওপর সেমিনারে আলোকপাত করা হয়। অনুষ্ঠানে জাতিসংঘ স্বেচ্ছাসেবী ও অন্যান্যরা টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জনে কীভাবে ভূমিকা রাখছেন তার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন। অনুষ্ঠানে সমাজের অগ্রগতির জন্য কাজ করা স্বেচ্ছাসেবীদের উৎসাহিত করতে তাঁদের কাজের স্বীকৃতি হিসেবে পদক প্রদান করা হয়। তরুণ ও স্বেচ্ছাসেবীদের সংহত করতে মূল অনুষ্ঠানের পাশাপাশি র‍্যালি ও ক্রীড়ার আয়োজনও করা হয়। নাগরিক সংগঠন, তরুণ, ভলান্টিয়ার, এনজিও, শিক্ষাবিদ, জাতিসংঘের ভলান্টিয়ার ও অন্যান্য অংশীদাররা অনুষ্ঠানে যোগ দেন।

আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবী দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশ জাতীয় দলের সাবেক ফুটবলার শেখ মোহাম্মদ আসলাম তরুণদের উদ্দেশে বক্তব্য প্রদান করছেন

আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবী দিবস-২০১৮ উপলক্ষে পরিচ্ছন্নতা ও মশক নিধন কর্মসূচি

৫ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখে আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবী দিবস উপলক্ষে ঢাকাস্থ জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র, ঢাকাবাসী সংগঠন এবং ন্যাশনাল ফেডারেশন অব ইয়ুথ অর্গানাইজেশনস বাংলাদেশ যৌথভাবে পুরাতন ঢাকার হাজারিবাগে পরিচ্ছন্নতা ও মশক নিধন কর্মসূচি গ্রহণ করে। আয়োজক সংস্থা ও সংগঠনগুলোর প্রতিনিধি, তরুণ সমাজ, শিক্ষার্থী, স্বেচ্ছাসেবী ও স্থানীয় জনগোষ্ঠী এ কর্মসূচিতে অংশ নেন। কর্মসূচিতে অংশ নেওয়া ব্যক্তিরা স্থানীয় এলাকা পরিচ্ছন্ন করার পাশাপাশি মশক নিধনে ওষুধ স্প্রে করেন। অন্যান্য আয়োজকসহ ঢাকাস্থ জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রের মমতাজ বেগম ও স্থানীয় লোকজনকে ডেঙ্গু মশক নিধনে পরিবেশ পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যকর রাখার ওপর গুরুত্বারোপ করে বক্তব্য রাখেন।

চট্টগ্রাম বিভাগে জাতিসংঘ দিবস উদ্‌যাপন

জাতিসংঘ ৭৩তম বার্ষিকী উপলক্ষে গত ১৭ নভেম্বর ২০১৮ চট্টগ্রাম বিভাগের অপর্ণাচরণ সিটি করপোরেশন গার্লস হাই স্কুল অ্যান্ড কলেজ মিলনায়তনে জাতিসংঘ এবং এসডিজি-বিষয়ক এক প্যানেল আলোচনা ও কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানটি যৌথভাবে চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশন, অপর্ণাচরণ সিটি করপোরেশন গার্লস হাই স্কুল অ্যান্ড কলেজ এবং ঢাকাস্থ জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র আয়োজন করে। এতে বক্তব্য প্রদান করেন জাপান অ্যাম্বেসির অনারারি কনসাল জেনারেল ও নিপ্পন একাডেমির প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম, ঢাকাস্থ জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রের ন্যাশনাল ইনফরমেশন অফিসার মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, অপর্ণাচরণ সিটি করপোরেশন গার্লস হাইস্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক মোহাম্মদ ইসমাইল এবং অন্যান্য শিক্ষকবৃন্দ। আলোচনা অনুষ্ঠানটিতে বাংলাদেশে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে তরুণদের ভূমিকার ওপর গুরুত্ব প্রদান করা হয়। আলোচকেরা শিক্ষার্থীদের গুণগত শিক্ষা বিষয়টির ওপর গুরুত্ব প্রদান করেন। শিক্ষার্থীরা এসডিজি-বিষয়ক জাতিসংঘের কুইজ প্রতিযোগিতা ও প্রশ্নোত্তর পর্বে অংশ নেয়। বিজয়ীদের মাঝে জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র কর্তৃক এসডিজি মেডেল প্রদান করা হয়। এছাড়া, অংশগ্রহণকারী সকলের মাঝে জাতিসংঘ-বিষয়ক পুস্তিকা প্রদান করা হয়।

এসডিজি-বিষয়ক সেমিনারে অপর্ণাচরণ সিটি করপোরেশন গার্লস হাইস্কুল এন্ড কলেজের তরুণ শিক্ষার্থীবৃন্দ

এসডিজি-বিষয়ক সেমিনার

সানসাইন গ্রামার স্কুল এন্ড কলেজের প্রিন্সিপাল সাফিয়া গাজী বক্তব্য প্রদান করছেন।

সানসাইন গ্রামার স্কুল এন্ড কলেজের অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীবৃন্দ

জাতিসংঘের ৭৩তম বার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে গত ১৮ নভেম্বর ২০১৮ চট্টগ্রাম জেলা সানসাইন গ্রামার স্কুল অ্যান্ড কলেজ অডিটোরিয়ামে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) ও জাতিসংঘ-বিষয়ক সেমিনার এবং কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানটি টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা : ২০৩০ এজেন্ডা যা কাউকে পিছিয়ে না রাখা এবং সমভাবে সকলের অংশগ্রহণ প্রতিষ্ঠা করা বিষয়ের ওপর আলোকপাত করা হয়। সেমিনারে বক্তব্য প্রদান করেন জাপান অ্যাম্বেসির অনারারি কনসাল জেনারেল ও নিপ্পন একাডেমির প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম, ঢাকাস্থ জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রের ন্যাশনাল ইনফরমেশন অফিসার মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, সানসাইন গ্রামার স্কুল অ্যান্ড কলেজ এর প্রিন্সিপাল সাফিয়া গাজী রহমান এবং ইউনিস্যাব (ইউএন ইয়ুথ অ্যান্ড স্টুডেন্টস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ)-এর প্রতিনিধিবৃন্দ। অনুষ্ঠানটি যৌথভাবে আয়োজন করে ঢাকাস্থ জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র, সানসাইন গ্রামার স্কুল অ্যান্ড কলেজ এবং ইউনিস্যাব। বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা এসডিজি কুইজ প্রতিযোগিতা এবং প্রশ্নোত্তর পর্বে অংশগ্রহণ করে। পরে বিজয়ী প্রতিযোগীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

ময়মনসিংহ বিভাগে এসডিজি-বিষয়ক প্যানেল আলোচনা ও কুইজ প্রতিযোগিতা

ময়মনসিংহ জেলায় বিদ্যাময়ী সরকারি বালিকা বিদ্যালয়ে গত ২৪ নভেম্বর ২০১৮ জাতিসংঘ ও টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার (এসডিজি) ওপর একটি প্যানেল আলোচনা ও কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে আলোচক হিসেবে বক্তব্য প্রদান করেন ময়মনসিংহ বিভাগের বিভাগীয় কমিশনার মাহমুদ হাসান, ময়মনসিংহ জেলার ডেপুটি কমিশনার সুভাষ চন্দ্র বিশ্বাস, ইউনিসেফের আঞ্চলিক প্রধান এমডি ওমর ফারুক, ঢাকাস্থ জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রের ন্যাশনাল ইনফরম্যাশন অফিসার মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, বিদ্যাময়ী সরকারি বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা নাছিমা আকতার। ময়মনসিংহ বিভাগীয় কার্যালয়ের সহযোগিতায়, জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র,

এসডিজি প্ল্যাকার্ড হাতে ময়মনসিংহের সরকারী বিদ্যাময়ী বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীবৃন্দ।

বিদ্যাময়ী সরকারি বালিকা বিদ্যালয় ও ইউনিসেফের বিভাগীয় কার্যালয় যৌথভাবে এই আয়োজন করে। আলোচকরা বাংলাদেশে এসডিজি বাস্তবায়নে তরুণ সমাজের ভূমিকার ওপর আলোকপাত করেন। জাতিসংঘ ও টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার ওপর কুইজ প্রতিযোগিতায় তরুণ শিক্ষার্থীরা অংশ নেয়। অনুষ্ঠান শেষে বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। শিক্ষার্থীরা প্রশ্নোত্তর পর্বেও অংশ নেয়। জাতিসংঘ বিষয়ক পুস্তিকা ও উপকরণ অংশগ্রহণকারীদের মাঝে বিতরণ করা হয়।

হালুয়াঘাটে প্যানেল আলোচনা ও এসডিজি কুইজ প্রতিযোগিতা

ঢাকাস্থ জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র, সেন্ট এন্ড্রুস হাইস্কুল ও হোপ মাল্টিমিডিয়া যৌথভাবে গত ২৫ নভেম্বর ২০১৮ হালুয়াঘাটে সেন্ট এন্ড্রুস হাইস্কুল মিলনায়তনে জাতিসংঘ ও টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার (এসডিজি) ওপর একটি প্যানেল আলোচনা ও কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। এতে প্যানেল আলোচক হিসেবে বক্তব্য প্রদান করেন ময়মনসিংহ বিভাগের বিভাগীয় কমিশনার মাহমুদ হাসান, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জাকির হোসেন, ঢাকাস্থ জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রের ন্যাশনাল ইনফরম্যাশন অফিসার মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, সেন্ট এন্ড্রুস হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষিক ললিত দ্রং, পৌরসভার মেয়র খায়রুল আলম ভুঁইয়া ও থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জাহাঙ্গীর হোসেন তালুকদার। জাতিসংঘ ও টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার ওপর কুইজ প্রতিযোগিতায় তরুণ শিক্ষার্থীরা অংশ নেয়। জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন। শিক্ষার্থীরা প্রশ্নোত্তর পর্বেও অংশ নেয়। জ্ঞানের বিকাশে সহায়ক জাতিসংঘ-বিষয়ক পুস্তিকা ও উপকরণ অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়।

ময়মনসিংহ বিভাগের বিভাগীয় কমিশনার মাহমুদ হাসান তরুণ শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বক্তব্য প্রদান করছেন।

কুইজ প্রতিযোগিতায় বিজয়ী এক শিক্ষার্থীকে পুরস্কার প্রদান করছেন ময়মনসিংহের বিভাগীয় কমিশনার মাহমুদ হাসান।

জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র, ঢাকা কর্তৃক ইউএন হাউজ, আইডিবি ভবন, বেগম রোকেয়া সরণী, শের-ই-বাংলানগর, ঢাকা থেকে প্রকাশিত দ্বি-মাসিক সংবাদ বুলেটিন : নির্বাহী সম্পাদক : ড. মো. মনিরুজ্জামান, ফোন : ৯১৮ ৩০৮৬, ফ্যাক্স : ৯১৮৩১০৬ ওয়েব : www.unicdhaka.org

A Bi-monthly News Bulletin published by the UN Information Centre, Dhaka, Bangladesh. Executive Editor: Dr. Md. Moniruzzaman, Phone: 9183086 Fax: 9183106 e-mail: info.unic@undp.org, website : www.unicdhaka.org